দৈনিক সংবাদ 24

তারিখ ... 08 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1C ...

8

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতা দূর করতে চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপ কামনা

চট্টগ্রাম, ৭ই জুন (বাসস)।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অরাজক পরিস্থিতির অবসানে হস্তক্ষেপ করতে এবং একটি সমাধান খুঁজে পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তারা অচলাবস্থার অবসানকল্পে সহযোগিতা করতে ছাত্র, অভিভাবক ও প্রশাসনের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে শিক্ষকদের পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ মইনুল ইসলাম বলেন, ক্যাম্পাসে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ বিরাজ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে এবং সেশনজট দেখা দিচ্ছে। তিনি বলেন, জাতি ও ছাত্রদের বৃহত্তর স্বার্থে এ পরিস্থিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে দেয়া যেতে পারে না।

ডঃ মইনুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটেরঅন্যতমসদস্য।

ক্যাম্পাসে গোলযোগ সৃষ্টির জন্য একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনকে দোষারোপ করে তিনি বলেন, এ সংগঠন ধর্মঘট ও সন্ত্রাসী কৌশলের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়

চ্যান্সেলর ঃ পৃঃ ১০ কঃ ১

চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপ কামনা

(১ম পাতার পর)

কর্তৃপক্ষের সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছে। তিনি বলেন, এই সংগঠন তাদের নিজস্ব সুবিধামত ক্যাম্পাসে সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে।

যখন একটি ছাত্র সংগঠন সকল ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে, তখন কেন পুলিশ নীরবতা পালন করছে, তাতে ডঃ ইসলাম বিস্ময় প্রকাশ করেন।

তিনি অভিযোগ করেন যে, সরকার গত ২২শে ডিসেম্বরের ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট এখনো প্রকাশ না করলেও এ ছাত্র সংগঠন জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য রিপোর্টের বিষয়বস্তু বিকৃতভাবে পেশ করছে।

ডঃ ইসলাম বলেন, ছাত্ররা যাতে তাদের পড়াশোনা চালাতে পারে, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হোক– এটাই আমরা চাই।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান, ডঃ অনুপম সেন, ডঃ ফসিউল আলম, অধ্যাপক আবদুল ওয়াসি এবং ডঃ হামিদা বানু উপস্থিত ছিলেন।